

গন্ধক ও দস্তা সারের প্রয়োজনীয়তা

গন্ধক ধানের প্রোটিন এবং দস্তা গাছ বৃদ্ধির হরমোন (ইনডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড) তৈরি করতে সাহায্য করে। এদের অভাবে গাছের বৃদ্ধি কমে বা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে সত্তর দশকের শেষ দিকে উফশী ধানে গন্ধক ও দস্তার অভাব ব্যাপক হারে দেখা দেয়। এ দুটি উপাদানের যে কোন একটির ঘাটতি মাঠে দেখা গেলে শতকরা ১৫-২০ ভাগ ফলন কম হয়।

জমিতে অভাবের কারণ

- ▶ সব সময় উফশী ধান চাষ করা।
- ▶ গন্ধকমুক্ত সার ব্যবহার করা এবং দস্তা সার প্রয়োগ না করা।
- ▶ মাটিতে গন্ধক ও দস্তা তুলনামূলক কম থাকা।

অভাব জনিত লক্ষণ

- ▶ মাটি চুনা বা ক্ষারীয় হলে দস্তার অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। গন্ধকের অভাব জনিত লক্ষণ অনেকটা নাইট্রোজেন ঘাটতির সঙ্গে মিলে যায়। যেমন- পাতা হালকা সবুজ হতে পাংশে হলদে রঙ ধারণ করে। এক্ষেত্রে কচি পাতা প্রথমে একটু হালকা হলদে হয়। ঘাটতি চরম হলে গাছের বৃদ্ধি ঘটে না এবং সম্পূর্ণ গাছ হালকা হলদে হয়ে যায়। কুশির সংখ্যাও কমে যায়।



গন্ধক সারের অভাব জনিত লক্ষণ

- ▶ দস্তার অভাব হলে পুরানো পাতা মরচে পড়া বাদামি রঙের মতো দেখায় এবং কোন কোন পাতার কিনারা কুঁচকে যায়। মাঠের বিভিন্ন স্থানে ধান গাছগুলো মাঝে মাঝে বসে গেছে বলে মনে হয়।



দস্তার অভাব জনিত লক্ষণ

সম্ভাব্য প্রতিকার

- ▶ ধান গাছের কুশি অবস্থায় দেখা গেলে যদি সম্ভব হয় জমি থেকে পানি বের করে সাময়িকভাবে ভাল মতো শুকিয়ে দেওয়া এবং পরিবর্তীতে ছিপছিপে পানি দিয়ে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হয়। এই পদ্ধতি গন্ধক ও দস্তা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ▶ গন্ধকের জন্য আমন মৌসুমে জমিতে বিঘা প্রতি ৪-১১ কেজি জিপসাম জমি চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং পরবর্তী আমন মৌসুমে অর্ধেক মাত্রা ব্যবহার করলেই চলবে।
- ▶ দস্তার জন্য বিঘা প্রতি ১-২ কেজি জিঙ্ক সালফেট সার ব্যবহার করতে হবে। পরপর বোরো ও আমন উভয় মৌসুমে এই সার প্রয়োগ করলে পরবর্তী ২-৩ বছর প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না।
- ▶ দস্তার অভাব মেটানোর জন্য ২% জিঙ্ক অক্সাইড সলুশনের মধ্যে ধানের চারার শিকড় ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে রোপণ করতে হবে।
- ▶ ধান গাছে ০.৫% জিঙ্ক সালফেট সার স্প্রে করলে দস্তার অভাব পূরণ হবে।